



তথ্যবিবরণী

নম্বর-৪৬

বর্ণাঢ্য আয়োজনে রাজশাহীতে শুরু হলো জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ

রাজশাহী, ০৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

আজ ১৮ আগস্ট (সোমবার) সারাদেশের ন্যায় রাজশাহীতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ শুরু হয়েছে। মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

এ উপলক্ষ্যে সকাল দশটায় কালেক্টরেট পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়। এরপর সকাল সোয়া দশটায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর হতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (পিটিআই) গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে বেলুন-ফেস্টুন উড়িয়ে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। পরে পিটিআই অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হাবিবুর রহমান বলেন, মাছ আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং উদ্ভূত মাছ সঠিকভাবে রপ্তানি করা আমাদের দায়িত্ব। বিদেশে যখন আমরা কোনো পণ্য রপ্তানি করি তখন কিছু নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়। যেকোনো রপ্তানিকৃত পণ্যের গুণগতমান ঠিক না থাকলে পণ্যের চাহিদা কমে যাবে, তাই পণ্যের সঠিক মান নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য মাছের যে রোগ আছে তা আধুনিক প্রযুক্তিসম্মদ ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে বলে তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, আমরা সুনীল অর্থনীতিতে অনেক পিছিয়ে আছি। সামুদ্রিক মাছ যদি আরও বেশি আহরণ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশ আরও এগিয়ে যাবে। বিদেশিরা কাঁটাওয়ালা মাছ পছন্দ করে না, ওরা পছন্দ করে সামুদ্রিক মাছ, প্রক্রিয়াজাতকৃত ও হিমায়িত মাছ। কাজেই কাঁটাওয়ালা রুই-কাতলা মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ না করে রপ্তানি করলে খুব একটা লাভ হবে না। এ প্রযুক্তি আমাদের দেশে যত দ্রুত আসবে তত তাড়াতাড়ি আমাদের চাষিরা উপকৃত হবে।

রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন রাজশাহী মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক মো. সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শরিফুল ইসলাম, মৎস্যের অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী, খামার মালিক, খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে মৎস্যখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি পেশ করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে মৎস্যক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে ফ্রেস্ট ও সনদ তুলে দেওয়া হয়।

.....
রুহুল/তৌহিদ/আতিক/স্মিতা/আলীম/হালিম/২০২৫/১৬.০০ঘ